দ্বাদশ দার্‌স

الدرس الثاني عشر

দ্বিতীয়তঃ ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনা

ثانيا: الإيمان بالملائكة

ফেরেশতাদের প্রতি সমষ্টিগত ও বিশেষভাবে ঈমান আনতে হবে। সমষ্টিগত বলতে আমাদেরকে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে, মহান আল্লাহর ফেরেশ্‌তা রয়েছেন। তাঁদেরকে তিনি আনুগত্যের স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা বিভিন্ন প্রকারের। কিছু ফেরেশ্‌তা আল্লাহর আরশ ধারণ করেন। কিছু জান্নাত ও জাহান্নামের রক্ষক। একদল মানুষের আমলনামা সংরক্ষণ করেন। আর বিশদভাবে বলতে, আমাদেরকে ঐ সব ফেরেশ্‌তাদের প্রতি বিশদ ঈমান আনতে হবে, যাঁদের নাম আল্লাহ ও তাঁর রাসূল উল্লেখ করেছেন। যেমন জিবরীল, মিকাইল, মালিক (জাহান্নামের দারওয়ান) এবং শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা ইসরাফীল। আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। যেমন আয়েশা-রাযিয়াল্লাহু আনহা-থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((خُلقت الملائكة من نور ، وخُلق الجان من مارج من نار ، وخُلق آدم مما وُصِفَ لكم)) [رواه مسلم]

"ফেশেতাগণ নূরের সৃষ্টি, জ্বিনরা আগুনশিখা দ্বারা সৃষ্টি এবং আদমকে যা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তা আল্লাহ (কুরআনে বিভিন্ন আয়াতে) তোমাদেরকে বলে দিয়েছেন।" (মুসলিম ২৯৯৬)

তৃতীয়তঃ গ্রন্থসমূহের উপর ঈমান আনা

সমষ্টিগতভাবে এ বিশ্বাস করা যে, মহান আল্লাহ সত্যের প্রকাশ ও তার প্রতি **আহ্বানের** জন্য যুগে যুগে নবী ও রাসূলদের উপর বহু সংখ্যক কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আর যে সমস্ত কিতাবের নাম আল্লাহ উল্লেখ করেছেন, তার প্রতি আমাদেরকে বিশদভাবে ঈমান আনতে হবে। যেমন, তাওরাত, ইঞ্জীল, যাবূর ও কুরআন। এ গুলোর মধ্যে কুরআনই সর্বোত্তম ও সর্বশেষ কিতাব, যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সংরক্ষক ও সত্যায়নকারী। সমগ্র উম্মতকে এখন রাসূল-ﷺ-কর্তৃক বর্ণিত বিশুদ্ধ সুন্নাত সহ এই কুরআনেরই অনুসরণ করতে হবে। কেননা, মহান আল্লাহ মুহাম্মাদ-ﷺ-কে সমস্ত মানুষ ও জ্বিনদের জন্য রাসূল করে পাঠিয়েছেন। আর তাঁর প্রতি এই মহাগ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন। যাতে করে তিনি এরই দ্বারা তাদের মধ্যে বিচার-ফায়সালা করেন। আর এই কুরআনকে মহান আল্লাহ অন্তরের যাবতীয় রোগের নিরাময়কারী, প্রত্যেকটি বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনাদানকারী এবং বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়াত ও রহমতের উৎস বানিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেন, "এ কিতাব (কুরআন) আমি অবতরণ করেছি যা কল্যাণময়। সুতরাং ওর অনুসরণ করো এবং সাবধান হও, হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে।" (সূরা আনআম ১৫৫) তিনি আরো বলেন,

﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل:٨٩].

"আর আমি তোমার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ এবং আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)দের জন্য, পথনির্দেশ, করুণা ও সুসংবাদ স্বরূপ।" (সূরা নাহল ৮৯)